হজের মাসে ওমরা আদায় প্রসঙ্গ

(বাংলা-bengali-البنغالية)

মুহাম্মদ বিন উসায়মিন রহ.
কামাল উদ্দিন মোল্লা
সম্পাদনা: ইকবাল হোছাইন মাছুম

1430هـ - 2009م
islamhouse.com

﴿العمرة في أشهر الحج﴾

(باللغة البنغالية)

محمد بن عثيمين رحمه الله

ترجمة : كمال الدين ملا

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2009 - 1430

islamhouse.com

হজের মাসে ওমরা আদায় প্রসঙ্গ

প্রশ্নঃ- কারো পক্ষে হজের মাসসমূহে হজ আদায় না করে শুধু ওমরা আদায় করা বৈধ কিনা? যেমন, আমি হজের প্রায় অর্ধমাস পূর্বে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করে ওমরা আদায় করলাম। এর পর হজ না করেই নিজ দেশে ফিরে আসলাম। আমার জন্য এ কাজটি কতটুকু বৈধ হল?
উত্তরঃ- আলহামদুলিল্লাহ
আলেমদের মাঝে কোন প্রকার মত পার্থক্য ছাড়াই বলা যায় যে, হজের মাস সমূহে ওমরা আদায় করা জায়েয আছে। চাই এ বছর সে হজের নিয়ত করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় তার ওমরা পালন বৈধ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম তাঁর জীবনে মোট চার বার ওমরা পালন করেছেন। প্রতি বারই তিনি তা জিলকদ মাসেই সম্পাদন করেছেন। আর জিলকদ হজের মাসেরই একটি মাস। কেননা হজের মাস মোট তিনটি, যথা শাওয়াল, জিলকদ আর জিলহজ। ঐ সময় তিনি শুধু ওমরা করেছেন হজ করেননি। হ্যাঁ, তিনি তার শেষ ওমরার সময় হজ করেছেন। আর এটিই ছিল তাঁর হজ্জাতুল বিদা বা বিদায়ি হজ্জ।
প্রমাণঃ-
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته :عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته." روى البخاري (৪১৪৮) ومسلم(১২৫৩)

সাহাবী আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট চারটি ওমরা করেছেন, হজের সাথে সম্পাদিত ওমরাটি ছাড়া সবকটি ওমরাই ছিল জিলকদ মাসে। একটি ওমরা ছিল হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় অথবা হুদাইবিয়ার বছর জিলকদে, আরেকটি পরবর্তী বছর জিলকদে, আরেকটি জিয়িররানা হতে যে বছর তিনি হুনাইনের গণিমত বন্টন করেন সেটিও জিলকদে এবং সর্বশেষ ওমরা ছিল তার হজের সাথে। ইমাম বুখারি(৪১৪৮) ও মুসলিম(১২৫৩)
ইমাম নববী রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আনাস রা. ও ইবনে ওমরের বর্ণনায় তাদের উভয়ের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা পালন করেন, একটি ছিল ৬ষ্ট হিজরির জিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার বছর। হুদাইবিয়াতে তাদের বাধা দেয়া হলে, তারা হালাল হয়ে যায় এবং একে ওমরা হিসেবে গণনা করে। দ্বিতীয়টি ছিল, সপ্তম হিজরির জিলকদ মাসে তাকে ওমরাতুল কাজা বলা হয়। তৃতীয়টি ছিল, মক্কা বিজয়ের বছর অষ্টম হিজরির জিলকদে, আর চতুর্থটি ছিল বিদায় হজের সাথে। এ ওমরার এহরাম ছিল, জিলকদে আর বাস্তবায়ন ছিল জিলহজে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাগুলো জিল কা'দাতে পালন করেন, কারণ, এ মাসের মধ্যে ওমরা পালন করার ফজিলত বেশি । এ ছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, জাহিলিয়্যাতের মোকাবেলা করা। কারণ, মুশরিকরা বিশ্বাস করতো, জিল কা'দা মাসে ওমরা পালন করা, মারাত্মক অন্যায় ও গুরুতর অপরাধ। তাদের এ আকিদাকে বাতিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসের মধ্যেই একাধিক ওমরা পালন করেন। যাতে এ মাসে ওমরা পালনের বৈধতা সম্পর্কে আর কোন সংশয় না থাকে এবং জাহিলিয়্যাতের ভুল ধারণা চিরতরে খতম হয়ে যায়।

সমাপ্ত